Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ৬: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

মুশুরিকাঠি খাল পুনঃখনন: আবার ফলবে সোনালী ফসল

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম মুশুরিকাঠি খাল পুনঃখনন করার পর খালের দুই পাড়ের মানুষ কৃষিতে নতুন দিনের সূচনা করতে যাচ্ছে। খালটি শুকিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ এই এলাকায় কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছিল।

পটুয়াখালী জেলার ৪৩/২বি পোল্ডারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত মুশুরিকাঠি খাল। খালটি ভদ্রা খাল হয়ে গলাচিপা নদীতে মিশেছে। মুশুরিকাঠি ডব্লিউএমজি'র আওতাভুক্ত এই খালটি কৃষি ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

বহুদিন আগে ইউনিয়ন পরিষদ এই খালের শেষ প্রান্তে একটি কালভার্ট নির্মাণ করে। কিন্তু কালভার্টটি খালের তুলনায় খুবই ছোট ছিল। যার ফলে এই খালে পানি চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে পলি জমে খালটি ভরাট হয়ে যায়।

বহুদিন ধরেই এলাকায় লোকজন বর্ষায় জলাবদ্ধতা এবং শীত মৌসুমে পানি স্বল্পতায় ভুগছিল। প্রতি বছর শুকনা মৌসুমে পানির অভাবে চাষিরা রবি শস্য করতে পারে না, আবার বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার কারণে আমন ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

২০১৪-১৫ সালে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভায় খালটি পুনঃখননের জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সভায় প্রস্তাব করা হয়, ইউনিয়ন পরিষদ বিদ্যমান ছোট কালভার্টটি ভেঙ্গে একটি বড় কালভার্ট নির্মাণ করবে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মুশুরিকাঠি ও ভদ্রা খাল পুনঃখনন করবে। পরবর্তীকালে ডব্লিউএমজি থেকে খাল খননের রেজোলিউশান গ্রহণ করার পর ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম অংশীদারিত্বমূলক কারিগরি মূল্যায়ন করে খাল দুইটি পুনঃখননের কাজ হাতে নেয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ কি.মি. মুশুরিকাঠি খাল পুনঃখননের কাজ শুরু হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.১ কি.মি. ভদ্রা খাল পুনঃখননের পরিকল্পনা করা হয়। এই খালটি পুনঃখননের জন্য একটি নারী এবং একটি পুরুষ এলসিএস দল নিয়মিতভাবে কাজ করছে।

ইতিমধ্যে মুশুরিকাঠি খালটির পুনঃখননের কাজ শেষ হয়েছে এবং ডব্লিউএমজিসহ এলাকাবাসি সবাই এই কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। তবে খননের পর মাটি উঠিয়ে খালের দুই ধারে রাখার কারণে এলাকার লোকজন একটু চিন্তায় পড়েছিলো। তারা ভেবেছিলো বর্ষার সময় এই মাটি ধুয়ে খালটি আবার ভরাট

হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তারা এই মাটি কাজে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে খালের দুই পাড়ের এই মাটিতে বিভিন্ন রকমের সবজি যেমন- কুমড়া, লাউ, শসা, ঝিঙা ইত্যাদি চাষ করছে। খাল পুনঃখননের পর এলাকাবাসির মনে নতুন আশা জেগেছে, স্বপ্ন দেখছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার। খালে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে খালের দুই তীরে সবজি চাষের সাথে সাথে মাছ চাষ করা হচ্ছে। খালের পানি ব্যবহার করে শীতকালে রবি শস্য যেমন, তরমুজ, মুগ ডাল ও তিল চাষে যেমন ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি জলাবদ্ধতা হ্রাস পাওয়ার কারণে সময়মত আমন চাষ করতে পারবে বলে এলাকাবাসি মনে করছে।

ভাসমান বীজতলা: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম পটুয়াখালী অঞ্চলে বাজারমূখী কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ভাসমান বীজতলা তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। এই বীজতলা চাষীর আমন ধানের চারাকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবে।

পটুয়াখালীসহ উপকুলীয় অঞ্চলে সঠিক সময়ে আমন ধানের চারা রোপন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গত এক দশক ধরে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টি ও জোয়ারের চাপে ফসলের মাঠ ২-৩ ফুট পানির নীচে ডুবে যায়। ফলে কৃষকের আমন ধানের চারা তৈরি করার মত মাটি থাকে না। আবার যারা আগাম চারা তৈরি করার চেষ্টা করে তাদের চারা পানিতে ডুবে নষ্ট হয়ে যায়।

বন্যা বা জোয়ারের পানিতে মাঠ ডুবে যাওয়ার কারণে বীজতলা করার মত উঁচু জমি পাওয়া না গেলে প্লাবিত মাঠ, পুকুর, ডোবা বা খালের পানির উপর বাঁশের

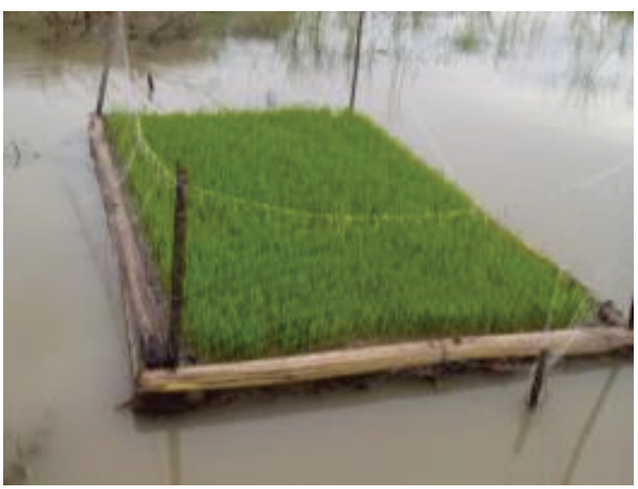

চাটাইয়ের মাচা অথবা কলার ভেলা তৈরি করে ভাসমান বীজতলা তৈরি করা হয়। ভেলার উপর পলিথিন সিট বিছিয়ে ২-৩ ইঞ্চি কাদার আস্তরণ দিয়ে স্বাভাবিক বীজতলার মত অংকুরিত বীজ এই বীজতলায় বপন করা হয়। বীজতলা যেন ভেসে না যায় সেজন্য বীজতলাকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে হবে। পানির উপরে এই বীজতলা তৈরি করার কারণে জোয়ার বা বন্যার পানি বীজতলার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ভাসমান বীজতলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ এই প্রক্রিয়ায় চারা তৈরির পর সময়মত আমন ধান চাষ করা যায় এবং পরবর্তীতে ঐ জমিতে সঠিক সময় রবি ফসল বপন করা যায়। এছাড়া ধান চারা উঠানোর পর ঐ ভাসমান বীজতলায় আগাম সবজি চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

ব্লু গোল্ড বার্তা

দুর্যোগ প্রস্তুতি

যদি থাকে প্রস্তুতি
কম হবে ক্ষয়ক্ষতি

এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের উদ্বেগে দিন কাটায়। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে আগাম কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার।

দুর্যোগের সময় করণীয়

- ১ থেকে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত পেলে রেডিও এবং টেলিভিশনের আবহাওয়া বার্তা বারবার শুনুন অথবা "১০৯৪১" নম্বরে ফোন করে সর্বশেষ আবহাওয়া বার্তা জেনে নিন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন, পরিবার ও আশেপাশের লোকজনের খোঁজ খবর নিন। রেডিও ও টর্চ লাইটের বাড়তি ব্যাটারি যোগাড় করে রাখুন;
- ৪ থেকে ৫ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত পেলে আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিন, পারিবারিকভাবে কার কী দায়িত্ব ও করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করুন। শুকনো খাবার, জরুরি ওষুধপত্র, খাবার পানি ইত্যাদি গুছিয়ে রাখুন। গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগি নিরাপদ স্থানে রেখে আসুন। সম্ভব না হলে ছেড়ে দিন;
- ৬ ও ৭ নম্বর বিপদ সংকেত প্রচারের পর শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিরাপদ জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। এসময় কিছু জরুরি কাজ রয়েছে যেমন: নলকূপের মুখ বন্ধ করে রাখা; চুলা ও লাকড়ি নিরাপদ স্থানে রাখা; মাছ ধরার নৌকা পানিতে ডুবিয়ে খুঁটি দিয়ে বেঁধে রাখা; হাড়ি-পাতিল পুকুরে ডুবিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা; টাকা-পয়সা, মূল্যবান সামগ্রী, শস্য বীজ এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষণ করা; ভোটার আইডি, ভিজিএফ কার্ড এবং সার্টিফিকেট প্লাস্টিক পেঁচিয়ে নিরাপদে রাখা;
- ৮ ও ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত প্রচারের পর সবাই অবশ্যই আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিন। ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত প্রচারের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিরাপদ জায়গায় অপেক্ষা করুন। আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পূর্বে মেয়েরা চুল ও কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিন;
- আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয়কালীন গর্ভবতী নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন;
- জলাবদ্ধতা ও বন্যার সময় সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের কোণে কার্বলিক এসিডের বোতল ঝুলিয়ে রাখুন যেন শিশুদের নাগালের বাইরে থাকে।।

আগামী সংখ্যায় থাকবে:
দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়

দুর্যোগ দেখে কোনো ভয় নয়, সাহস নিয়ে সকলে একসাথে কাজ করলেই দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	১৪টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমজি (পানি ব্যবস্থাপনা দল)	৩৫৫টি
সংগঠিত ডব্লিউএমজিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	৮৫,৩৬৪ (নারী ৩৬,১৪১, পুরুষ ৪৯,২২৩)
নিবন্ধন প্রাপ্ত ডব্লিউএমজি	৩৩২টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমএ (পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন)	২৮টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ৪৪৬টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২৩০টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০, মৎস্য ৪২, প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৬টি
বেড়ি বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	১৯৪.০৫ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	৩৮টি
খাল খনন/সংস্কার	৮৪.৩০ কিলোমিটার
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডব্লিউএমজি সদস্য	২১,৫৮৭ (নারী ৭,৭৬৪, পুরুষ ১৩,৮২৩)
এলসিএসের আওতাভুক্ত সদস্য	১৪,৫৩৮ (নারী ৫,৩০২, পুরুষ ৯,২৩৬)
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	২৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

ব্লু গোল্ড আমাদের উজ্জীবিত করেছে

আমি মো. সহিদুল ইসলাম (পান্না), সভাপতি দক্ষিণ গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল ও সভাপতি গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন। আমরা উপকূলের অধিবাসী। প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের সকল আশা ভরসা ফিকে হয়ে যায়। তাছাড়া সিডর ও আইলা'র পর মাটিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় বেশীরভাগ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকে। ফলে কৃষি প্রধান এই এলাকার কৃষকরা দিন দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। দুর্যোগ ও লবণ সহিষ্ণু বিভিন্ন জাত আবিষ্কার হলেও প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞানের অভাবে কৃষকরা তা চাষ করতে পারছিলো না। এমন সময় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম পরীক্ষামূলকভাবে সূর্যমুখী চাষ শুরু করলে কৃষকরা কৃষিতে নতুন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

সূর্যমুখী চাষে তেমন সেচ দিতে হয় না এবং পরিশ্রমও কম। আবার লাভও অনেক। তাই আমি মনে করি আমাদের এই এলাকার জন্য এটি হতে পারে একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল। গত বছর এই ফসল চাষ করে আশার আলো দেখছে অনেক কৃষক। যদি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় তাহলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে সূর্যমুখী।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সবজি চাষ করে পারিবারিক পুষ্টি মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রির টাকায় এলাকার অনেক দরিদ্র নারী স্বাবলম্বী হয়েছে। পরিবর্তন এসেছে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রায়।

বিভিন্ন কারণে মাঠে কাজ করতে পারে না এমন কৃষক ভাবছে লাভজনক বিকল্প আয়ের পন্থা। আর এই চিন্তা থেকেই দিন দিন বাড়ছে ব্যক্তিগতভাবে গাভী পালন। গাভী পালনের আধুনিক কলা কৌশল যদি কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে কৃষকরা বেশী করে গাভী পালনে আগ্রহী হবে। ইপসাম প্রোগ্রাম চলে যাওয়ার পর পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলি অচল হয়ে পড়ে। এখন ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম আসায় আমরা আবার উজ্জীবিত হয়েছি। এই প্রোগ্রাম থেকে লব্ধ জ্ঞান আমরা কাজে লাগাবো আমাদের কৃষিকাজ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে, ঘটবে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশ।

ভদ্রা, হাবরখালি, বাদুরগাছা/মাদুরপাল্টা নদী দ্বারা বেষ্টিত

পোল্ডার ২২

ইউনিয়নঃ দেলুটি, উপজেলাঃ পাইকগাছা, জেলাঃ খুলনা

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ২২

বিবরণ	সংখ্যা
পানি ব্যবস্থাপনা দল	১২ টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	২ টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	২১৪০ জন (নারী:১১২৮ পুরুষ:১০১২)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	২৪টি (কার্যক্রম সমাপ্ত)
বাজারভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	১০টি
নির্বাচিত ভ্যালুচেইন	৩টি (ধান, তিল, পোলট্রি)
ইউপি স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত দলের সদস্য সংখ্যা	৩৭ জন (নারী:১৩, পুরুষ:২৪)
বেড়িবাঁধ	১৯.৭২ কিলোমিটার
খাল	৯.২৬ কিলোমিটার (১১টি)
স্লুইস গেট	১১টি
প্রধান শস্য	ধান, তিল
প্রধান সমস্যা	লবণাক্ততা

প্রয়োজন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা

সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে ২২ নম্বর পোল্ডারের জনজীবনে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন। আড়বাঁধ (সাময়িক) নির্মাণ করে এই পোল্ডারে একদিকে তৈরি করা হয়েছে প্রতিবন্ধকতা আবার অন্যদিকে কোথাও কোথাও আড়বাঁধ নির্মান করলে তৈরি হবে অপার সম্ভাবনা। তাই বিকল্প পন্থা হিসেবে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম মিনি পুকুরে মিষ্টি পানি সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম মিনি পুকুরে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ ও সেই পানি ব্যবহার করে রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসল চাষের জন্য কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। মিনি পুকুরে মাছ চাষ যেমন লাভজনক হচ্ছে তেমনি এই পানি দিয়ে তরমুজ চাষ করে কৃষকরা সফলতার মুখ দেখেছেন। এই পোল্ডার থেকে গত বছর প্রায় ২ কোটি টাকার তরমুজ বিক্রি হয়েছে যার বেশীরভাগ উৎপাদিত হয়েছে মুচিয়ার খালের আশেপাশে। মুচিয়ার খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ কি.মি. এবং অগভীর হওয়ায় আড়বাঁধ নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণের সুযোগ নেই। তাই বর্ষাকালে এখানে শুধুমাত্র টি-আমন চাষ করা যেত।

২২ নম্বর পোল্ডারে ছোট-বড় মিলিয়ে খাল আছে ১১টি। খালগুলো হলো- তেলিখালি, মানিকখালি, মুচিয়ার, দারুনমল্লিক সরদার বাড়ী এবং এর শাখা, নোয়াই, ডিহিবুড়া, হরিণখোলা ও শাখা, আমতলা, মুচিমরা, ফুলবাড়ি ও গোগের খাল।

তেলিখালি খালটি অগভীর হওয়ায় আড়বাঁধ নির্মাণের সুযোগ নেই তবে আমতলা খালটি গভীর হওয়ায় আড়বাঁধ নির্মাণ করে ১১ মাস পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব। ইতিমধ্যে আমতলা খালটি ১কি.মি. পুনঃখনন করায় দুর্গাপুর, সেনেরবেড়, বিগরদানা এলাকায় রবি ফসলের চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। একইভাবে ফুলবাড়ি খালের গোপীপাগলার সীমানার মিষ্টি পানি সংরক্ষণের জন্য ৫৭০মি. পুনঃখনন করা হয়েছে। এখন আউটলেটের ১০০ মি. দূরে আড়বাঁধ নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব। ৫কি.মি. দৈর্ঘ্যের ডিহিবুড়া খালটিতে বছরব্যাপী পানি সংরক্ষিত থাকে যেখানে কমিউনিটি ভিত্তিক মাছ চাষ করার সুযোগ রয়েছে।

আড়বাঁধ কোন খালের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে আবার কোন খালে সঠিক জায়গায় আড়বাঁধ নির্মাণ করলে মাছ চাষ ও কৃষি উভয়ই ক্ষেত্রেই সফলতা পাওয়া যাবে। প্রয়োজন কার্যকরী সমন্বয়। পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্লুইস গেটগুলো নিয়ন্ত্রণ করলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পোল্ডারের সমস্যাগুলো সমাধান করা যেতে পারে।

পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য লবণ সহিষ্ণু জাতের ফসল আবাদ শুরু করা দরকার। এছাড়াও সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে মাঠ ফসল ও চিংড়ি চাষীদের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনার সমন্বয় প্রয়োজন।

আমার সফলতার গল্প

আমাদের ২২ নম্বর পোল্ডারের চারদিকে নদী বেষ্টিত হলেও রবি মৌসুমে পানিই হচ্ছে মূল সমস্যা। পানির সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে চলছে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম। সমন্বিতভাবে পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা হয়েছে। আমি লোচন সরকার, পানি ব্যবস্থাপনা দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ব্লু গোল্ড'র কৃষি উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা ও বাজারজাতকরণ বিষয়গুলো কৃষকদের মাঝে উৎসাহ যোগাচ্ছে। কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে বসতবাড়িতে সবজি ও ফল চাষ, পুকুরে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষিত করছে। পাশাপাশি ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে রিসোর্স ফার্মার তৈরি করছে। ফলে বাজারমূখী কৃষক মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হাঁস-মুরগি ও গবাদি প্রাণির প্রাথমিক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের জন্য কমিউনিটি পোল্ট্রি ওয়ার্কার ও লাইভস্টক ওয়ার্কার কাজ করছে আমাদের পোল্ডার এলাকায়। শুধু এখানেই ব্লু গোল্ড থেমে নেই, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নতুন ফল হিসেবে ড্রাগন সহ অন্যান্য ফলের পরীক্ষামূলক চাষ হচ্ছে। ফল গাছের মান উন্নয়নের জন্য পোল্ডারে রয়েছে ব্লু গোল্ড প্রশিক্ষিত কৃষক। প্রধান রবি শস্য তিল চাষ আরও লাভজনক করার জন্য ২২ পোল্ডারে ব্লু গোল্ড স্থাপন করেছে তিল কালেকশন সেন্টার।

> "পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হওয়ার সুবাদে আমি সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পারি এবং মিষ্টি পানি দিয়ে রবি মৌসুমে কিভাবে ফসল ফলানো যায় তা ভাবতে থাকি। সৈয়দখালী গ্রামের লোচন সরকারের পরামর্শ মোতাবেক ১ বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করে লাভ করেছি প্রায় ৪৩ হাজার টাকা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম'র এই আধুনিক তরমুজ চাষ পদ্ধতি ২২ নম্বর পোল্ডারের মানুষের জীবনে এনেছে খুশির জোয়ার।"
>
> *অপূর্ণ চরণ জোয়ার্দার, ২২ নম্বর পোল্ডার*

তবে রবি শস্য হিসেবে তরমুজের চাষ খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত। তরমুজ কৃষক মাঠ স্কুলে প্রশিক্ষণ পেয়ে আমি তরমুজ চাষের আধুনিক কলাকৌশল জেনেছি এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছি। তরমুজের কৃষক মাঠ স্কুল চলাকালীন ২০১৫ সালে ৪বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করে লাভ করেছি ৮৪ হাজার টাকা । পরবর্তী বছর ৭বিঘা জমি থেকে লাভ করেছি ৩ লক্ষ টাকা। তরমুজ কৃষকদের মধ্যে আশার সঞ্চার করছে। মিনি পুকুরে বর্ষাকালে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করে প্রথমে মাছ চাষ এবং পরবর্তীতে সেই পানিতে তরমুজ চাষ ২২ নম্বর পোল্ডারবাসির জন্য এক আর্শীবাদ ।

আমি গরু মোটাতাজাকরণ, মাছ চাষ ও পুষ্টির উপর পরিচালিত কৃষক মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণ করেছি। এই স্কুলের অর্জিত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য বর্তমানে সংযোগী চাষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। কৃষির যে কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য এলাকার মানুষ আমার কাছে আসে। আমি তাদের শিখিয়ে আনন্দ পাই। এই বছর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ আমাকে তাদের মাঠ প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করেছে। ব্লু গোল্ড প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সহায়তার জন্য সেবা প্রদানকারী তৈরি করেছে, যা আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে।

লোচন সরকার, *কার্যনির্বাহী কমিচির সদস্য*
সৈয়দখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

উঁচু ভিটিতে সবজি চাষ

বাগানে শাক-সবজি চাষ করার জন্য মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জৈব সার ও রাসায়নিক সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করে যে ভিটি তৈরি করা হয় তাকে উঁচু ভিটি বলে। বর্ষাকালে বৃষ্টি ও বন্যা মোকাবেলায় উঁচু ভিটিতে সবজি চাষ বিশেষ উপযোগী।

উঁচু ভিটি তৈরির ধাপ সমূহ:

আকৃতি: প্রস্থ ৪ ফুট, দৈর্ঘ্য ১০ ফুট অথবা বাগানের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী, উচ্চতা: ৮-৯ ইঞ্চি। ভিটির চার কোনায় চারটি খুঁটি পুতে এর চারপাশে রশি বেধে ভিটির আকৃতি তৈরি করতে হবে।

দূরত্ব: একটি উঁচু ভিটির সাথে অন্য উঁচু ভিটির দূরত্ব হবে ১ ফুট। দুইটি উচুঁ ভিটির মাঝখানে ১ ফুট গভীর একটি নালা তৈরি করতে হবে ও সবগুলো উঁচুভিটির চারদিকে সেচ নালা তৈরি করতে হবে।

ভিটি শোধন: উঁচু ভিটি ভালোভাবে কোপানোর পর মাটিকে ২-৪দিন খোলা অবস্থায় ফেলে রাখতে হবে। এতে মাটির ভিতরের পোকামাকড় ও রোগজীবানু মারা যাবে। উপরের মাটি খড় অথবা তুষ দিয়ে পুড়িয়েও জীবানু মুক্ত করা যায়।

সার প্রয়োগ: উঁচু ভিটির উপর ২ ইঞ্চি স্তর করে কম্পোষ্ট বা জৈব সার প্রয়োগ করে মাটি কুপিয়ে বীজ বা চারা রোপন করতে হবে। ভিটির উঁচু অংশ চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

উপকারিতা: উঁচু ভিটির মাটি নরম ও ঝুরঝুরে থাকে বিধায় মাটির ভিতরে সহজে বায়ু চলাচল করতে পারে। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতাও বাড়ে। গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি সহজ হয়, গাছ সহজে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। পর্যায়ক্রমে একই বেডে সারাবছর বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করা যায়, ফলে পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয়। আগাছা দমন, সেচ দেওয়া ও নিষ্কাসন, ফল সংগ্রহ সহজ হয় এবং দুই ভিটির মধ্যে বসে বাগানের পরিচর্যা করা যায়।

কৃষিকাজে যুবকদের উৎসাহিত করতে হবে

আমি মো. আবুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক, ঘোষখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার-২। গত এপ্রিল-মে মাসে ১২ দিনের জন্য কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী'র (KKM) যুবক কৃষক ব্যানারে ভিয়েতনাম সফর করি। যেখানে এশিয়ার ১৭টি দেশের কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে। সেখানে স্থায়িত্বশীল কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের উপর ব্যাপক আলোচনা হয়।

ভিয়েতনামে আমরা ৪টি ইউনিয়ন পরিদর্শন করে সেখানকার আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। বিশ্বায়নের প্রভাবে সবাই যেখানে তথ্য প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে সেখানে ভিয়েতনাম তার যুব সমাজ কে উৎসাহিত করছে কৃষিকাজে। যুবকরা কৃষিতে নিজেদের নিয়োজিত করছে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা।

ভিয়েতনামের মত আমাদেরও কৃষিতে আছে অসীম সম্ভাবনা। আমরা কৃষিকে এখনও আধুনিকায়ন করতে পারিনি। সেই সনাতন পদ্ধতিতে চলছে চাষাবাদ, যার পরিবর্তন প্রয়োজন। কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে হলে শিক্ষিত যুব সমাজকে কৃষিকাজে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এতে একদিকে যেমন তৈরি হবে কর্ম-সংস্থান অন্যদিকে কৃষি পণ্য রপ্তানী করে আসবে বৈদেশিক মুদ্রা। সফর থেকে সংগৃহিত জ্ঞান আমার দেশের কৃষকদের জন্য খুবই উপকারী হবে। তাই ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমি আমার লব্ধ জ্ঞান অন্যদের সাথে বিনিময় করতে চাই।

প্রকল্প পরিচিতি কর্মশালা

আমাদের এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আমরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা ও সহায়তা করবো। ব্লু গোল্ড সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারনা ছিলনা। আজকের এ পরিচিতি সভার মাধ্যমে আমরা ব্লু গোল্ড সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা পেলাম। জানতে পারলাম ব্লু গোল্ড একটি সরকারি প্রকল্প, আমাদের এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নেদারল্যান্ডস সরকারের সহায়তায় এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

জানা গেল আমাদের এলাকায় কি কি কাজ হবে, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন, ইউনিয়ন পরিষদ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে কি ভাবে সহযোগিতা ও সমন্বয় এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমাদের এলাকায় বেড়ীবাধ, স্লুইস গেইট, খাল ও অন্যান্য অবকাঠামো কি ভাবে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে সে ব্যাপারেও জানতে পারলাম, সে জন্য আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করছিলেন সাতক্ষিরা সদর উপজেলায় ফিংড়ি ধুলিহর এবং আশাশুনী উপজেলার বুধহাটা ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ। ২২ আগষ্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা, খুলনা ও পটুয়াখালীতে মোট ৮টি প্রকল্প পরিচিতি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন উল্লেখিত ইউপি প্রতিনিধি ও ডব্লিউএমএ প্রতিনিধিগণ। প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: আনিস পারভেজ ॥ সম্পাদক: তারেক মাহমুদ ॥
সম্পাদনা পরিষদ: মো. আওলাদ হোসেন, সুমনা রানী দাশ, প্রতীতি মাসুদ॥
সংবাদ সহায়তায়: শীতল কৃষ্ণ দাস, তানভীর ইসলাম, মো. আজিজুর রহমান, মো. মাকসুদুর রহমান, মো. আলম হোসেন, ফারজানা রহমান মৌরী, নুরুর রহমান, মো. শাইফুল্লাহ্ ॥
যোগাযোগ: নির্বাহী সম্পাদক, ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ▪ bluegoldbd.org ▪ www.facebook.com/bluegoldprogram